দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ NOV. 21 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের করে গড়তে লেকচারারদের আত্মনিয়োগ করতে হবে

–ভিসি আজাদ চৌধুরী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেকচারারদের জন্য দুই সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় ওরিয়েন্টেশন কোর্স গতকাল (শনিবার) শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে এই ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর মোঃ শাহাদত আলী এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ভিসি আজাদ চৌধুরী তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা জ্ঞানচর্চা, গবেষণার সাহায্যে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরী তথা সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। তিনি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য লেকচারারদের প্রতি আহবান জানান।

দেখে নারীর দুর্দশা। প্রধানমন্ত্রী বার বার আশ্বাস দেন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইনের। তারপরও এ্যাসিডের চিকিৎসাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মেয়েরা দেশে ফিরে আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে, আসামী ধরা পড়েছে কি না।

না, এ দেশের নারী নির্যাতনের আসামী ধরা পড়ে না। কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ হয় না। ধর্ষণকারীর বদলে পুলিশ ধরে আনে ধর্ষিতাকে,

নারী ঃ ১৯৯৯

প্রভাবশালী মহলের চাপে বদলে ফেলে কেসের ধরন। মামলা করলে অপহরণ করে আবার ধর্ষণ করে। মামলার ভারে নুয়ে পড়ে বিচার ব্যবস্থা, কিন্তু ফিতাও খোলা হয় না বহু ফাইলের।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান ভয়াবহ। সেন্টার ফর কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক গত জুলাই পর্যন্ত হিসাবে দেখিয়েছিল– ধর্ষণের সংখ্যা ২২০টি, ৫৫টি এ্যাসিড নিক্ষেপ, ৮০টি অপহরণ, ২৫টি নারী হত্যা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ৭০ মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিসংখ্যানে বলেছে, যৌতুকের কারণে নারী নিহত হয়েছেন ১৫২ জন, ২৩টি ফতোয়াবাজি, ১৮৩টি এ্যাসিড নিক্ষেপ, ৭৮১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন মতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা সবচয়ে বেশি। তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি লাখে ১০ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। নারী নির্যাতনের যতরকম পন্থা অবলম্বন করা যায় তার সবটার সহজ শিকার বাংলাদেশের নারীরা। কর্মজীবী থেকে শুরু করে গৃহ অভ্যন্তরীণ নির্যাতন সহ্য করতে উচ্চে তাকে। শতকা ৬০ ভাগ কর্মজীবি নারী নিম্ন মজুরি ও নিরাহওহীনতাহীন পরিবেশে কাজ করে। গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করতে এসে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা। পথঘাটে চলাফেরায় তাদের ভুগতে হয় চরম নিরাপত্তাহীনতায়। সাগর লঞ্চে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে আর্নসাররা, বগুড়ায় দিনে দুপুরে তাড়া করে কিশোরীকে ধর্ষণ করে শরীরে এ্যাসিড ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটে এ দেশে। অহেতুক সন্দেহ, দাম্পত্য কলহে স্ত্রী আরতিকে আধমরা করে চিতায় তুলে পোড়ানো হয়। কিশোরগঞ্জের মিলির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় স্বামী, পুড়ে যাওয়া মার দিকে তাকিয়ে থাকে দু' সন্তান।

পারভীন রুমা

আত্মনির্ভরশীল খেটে খাওয়া এক নারী রাশিদার অপরাধ ছিল বখাটেদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া। যৌনাঙ্গে এ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেয়া হলো তার সদিচ্ছার শাস্তি। রাশিদা মারা গেলেন। পথের ভিড়ে হারিয়ে গেল তাঁর দু' সন্তান। এসব নির্যাতনের শাস্তির জন্য সোচ্চার হয় না কেউ।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যখন বড় বড় কথা বলা হয়, তখন ধর্ষিত হয় কিশোরগঞ্জের ইউপি সদস্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে হেনস্তা করা হয় নাসিমাকে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে মনি বেগমকে অবলীলায় বিবস্ত্র করে ফেলে পুলিশ। উত্তরোত্তর পুলিশের ভক্ষকের ভূমিকা আরও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে আমাদের। আইনের রক্ষাকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্তদের দেখলে হয় জাগে ঘৃণা, নয় তো ভয়।

বাংলাদেশের যৌতুকের মতো সামাজিক ব্যাধিটি আইন করে এত বছরেও বন্ধ করা যায়নি। অসহায় দরিদ্র পিতা-মাতা ঘটিবাটি বেঁচে যখন পণের টাকা মেটান, ততক্ষণে হয় মেরে ফেলা হয় মেয়েটিকে, নয় তো শারীরিক নির্যাতনে মানসিক পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হয় তাকে। নয় তো ছেলে কোলে করে ফিরে আসে বাবার সংসারে বোঝা হয়ে। পুরানো আইনই কাজ করে না, অন্যদিকে নতুন আইন। যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন। কোন পুরুষ অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে কোন নারীকে উত্যক্ত করলে তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে। উদ্যোগ শুভ– কিন্তু এই শুভ উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে তা দেখা সময়ের ব্যাপার। কারণ, এ দেশে ভালবাসাও নারীর জীবনে কোন নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারেনি। যেমন পারেনি মাম্মীর জীবনে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হলো তাঁকে।

অন্যদিকে এ্যাসিডের মতো সহজলভ্য নারী নিগ্রহের হাতিয়ারকে ভালভাবেই ব্যবহার করছে ঘাতকরা। প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌতুক দিতে না পারায় এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই।

দুর্বল, অস্পষ্ট, ত্রুটিযুক্ত আইন, পুলিশ, ডাক্তার, সরকারী উকিলদের অবহেলা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে নারী নির্যাতনের হার। প্রতিনিয়ত ফতোয়াবাজি, পাচার, প্রহার, গুম, খুনের শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক নারী। দরিদ্র দেশের ততোধিক দরিদ্র অবস্থানে থেকে নারী যখন আত্মোউন্নয়নের জন্য লড়াই শুরু করতে যাচ্ছে, তখন নির্যাতনের যাতাকলে নিস্পিষ্ট করে পথরুদ্ধ করবার প্রচেষ্টা চলছে আজ। নারীর প্রতি এর সহিংসতার পরিসংখ্যানের হিসাব হয়ত ভয়াবহতা তুলে ধরা যাবে, কিন্তু কোন আত্মগ্লানি জন্মাবে না নির্যাতনকারীর মনে। আইনের সুষ্ঠ আর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমই তা বন্ধ করা সম্ভব।